যে জন নিজ বর্ণ ও ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় না। নিজ সুহৃদ্ পক্ষে ও শত্রুপক্ষে যিনি সমমতি, পরের দ্রব্য হরণ করে না, বা পরকে কোন ব্যাথা দেয় না এবং স্থিরচিত্ত, তাহাকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিও। যে জন সর্ব্বকর্ম্ম শ্রীবিষ্ণুতে সমর্পণ করে, তাহাকে তো বৈষ্ণব বলিতেই হইবে। যেমন, পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে—

জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থে ধর্ম্মো হর্য্যর্থ এব চ।
অহোরাত্রাণি পুণ্যার্থং তং মন্যে বৈষ্ণবং জনম্॥

যাহার ধর্ম্মের জন্যই জীবন ধারণ আর শ্রীহরিসুখার্থেই ধর্ম্মানুষ্ঠান, পুণ্যের জন্যই দিনরাত্র অতিবাহিত হয় তাহাকে বিষ্ণুর মানুষ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইভাবে শৈবগণের মধ্যেও বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির সত্ত্বা আছে বলিয়া বৈষ্ণব বলিয়া বৃহন্নারদীয় পুরাণে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি।
সমবুদ্ধ্যা প্রবর্ত্তন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥

যাহারা পরমেশ্বর শিবে এবং পরমাত্মা বিষ্ণুতেও সমবুদ্ধিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাও ভাগবতোত্তম। এইপ্রকার শৈবগোষ্ঠির মধ্যে বৃহন্নারদীয়ে ভাগবতোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে কিন্তু তাহার অর্থাৎ শিব ও বিষ্ণুতে অভেদভাবনাকারীর নিন্দাই শুনা যায়।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

যে জন ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি দেবতাবর্গের সহিত নারায়ণকে সমবুদ্ধিতে দেখিবে, সে জন্ নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হইবে।

এইপ্রকার সেই বৈষ্ণব সাধুর মধ্যে যদি বহুভেদ রহিল, তাহা হইলে তাঁহাদিগেরই প্রভাবের তারতম্যতা অনুসারে এবং কৃপার তারতম্যতা অনুসারেও ভক্তিবাসনার ভেদতারতম্যে সৎসঙ্গ হইতে অতি সত্বর ও কালবিলম্বে এবং স্বরূপের বৈচিত্রীর দ্বারা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে অর্থাৎ যদি সাধুর প্রভাব অতিশয় থাকে এবং করুণার প্রাচুর্য্য থাকে, তাহা হইলে অল্পকাল মধ্যেই শ্রীভগবানে ভক্তির উদয় হইতে পারে। আর যদি সাধুর প্রভাব কম থাকে এবং করুণার পরিমাণ কম থাকে, সেই প্রকার সাধুসঙ্গে ভক্তি উদয়ের কালবিলম্ব হইবে। আবার সেই সাধুরও যে শ্রীভগবৎস্বরূপে ভক্তি আছে, সেই ভগবৎ স্বরূপের বৈশিষ্ট্য এবং অবৈশিষ্ট্য দ্বারাও ভক্তি